দৈনিক ইনকিলাব

221

তারিখ ... 05. 3. 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

ছাত্রদলের মিছিল ঠেকাতে বিএনপি অফিসে পুলিশী অবরোধ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কালো পতাকা মিছিলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) বিএনপি কার্যালয় থেকে ছাত্রদলের নির্ধারিত বিক্ষোভ কর্মসূচী পুলিশের বাধার কারণে হতে পারেনি। পুলিশ দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদলের কোন নেতা-কর্মী এমনকি সাংবাদিকদেরও বিএনপির কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি। কয়েকজন ছাত্রী দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। বিজয়নগরে পুলিশ ছাত্রদলের একটি খণ্ড মিছিলে হামলা চালায়। এতে ছত্রভঙ্গ হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা ১০/১২টি গাড়ী ভাঙচুর করে। সন্ধ্যার পরে রাস্তায় একটি মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ ছাত্রদলের দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করলেও বিএনপি নেতৃবৃন্দের দাবীর মুখে পরে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল গতকাল দুপুর ৩টার দিকে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বের হওয়ার কথা ছিল। সেখানে ছাত্রদলেরও কেন্দ্রীয় কার্যালয়। কিন্তু দুপুর ২টা থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিএনপির কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখে। এছাড়া ডিবি, এসবি, এনএসআই, মহিলা পুলিশসহ সহস্রাধিক দাঙ্গা পুলিশ ১১টি গাড়ী, ১টি রায়ট কার, ১টি পানিকামান ও ১টি প্রিজন ভ্যানসহ রণসাজে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদলের মিছিল ঠেকাতে বিএনপি অফিসে পুলিশ অবরোধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সজ্জিত হয়ে নয়া পল্টন, বিজয়নগর এলাকায় অবস্থান নেয়। এতে কার্যত বিএনপি অফিসসহ সমগ্র এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশী হামলার মুখে বিএনপির অফিসও তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ সময় ছাত্রদলের কোন নেতা-কর্মীকে পুলিশ বিএনপির কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি। এমনকি বিএনপি অফিসমুখী রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিএনপি কার্যালয়ের দিকে যেতে বাধা দেয়। পুলিশী হয়রানির শিকার হয়ে

ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য দলীয় কার্যালয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।

বেলা ৪টার দিকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা রেহানা আক্তার রানু ও শাম্মী আক্তারের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রী বিএনপি কার্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয়। পুলিশ এ সময় ছাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাদের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ তাদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া পুলিশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের বিএনপি কার্যালয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। পুলিশী অবরোধের কারণে এ সময় নয়াপল্টন এলাকার যানবাহন চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। গোটা এলাকায় ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বেলা সাড়ে ৪টার দিকে ছাত্রদলের একটি মিছিল পুরানা পল্টন থেকে বিজয় নগরের দিকে এলে পুলিশ মিছিলে হামলা-চালায় এবং লাঠিচার্জ করে। পুলিশী হামলায় এ সময় ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা পুরানা পল্টন ও বিজয় নগর এলাকায় ১০/১২টি গাড়ী ভাংচুর করে। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু ও রুহুল আমিন বিএনপি কার্যালয়ের দিকে আসার সময় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে প্রিজন ভ্যানে আটকে রাখে। পরবর্তীতে বিএনপি অফিস থেকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল্লাহ আল নোমান, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান এমপি, ফজলুর রহমান পটল এমপি ও বিরোধীদলীয় হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়ার জন্য পুলিশের নিকট জোর দাবী জানান। বিএনপি নেতাদের অনড় দাবীর মুখে পুলিশ গ্রেফতারকৃত দু'জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ সময় গোটা এলাকা পুলিশের দখলে থাকে। সন্ধ্যার পর পুলিশের উপস্থিতিতেই বিএনপি কার্যালয়ের ১০০ গজ পূর্বে শিল্পকলা একাডেমীর একটি সাদা মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এ সময় গোটা এলাকায় ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের লোকজন ভয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করে। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

এদিকে সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের কর্মসূচীতে পুলিশের বাধাদান, নারকীয় হামলা এবং বিএনপি কার্যালয় অবরুদ্ধ করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে একটি চরম ফ্যাসিবাদী সরকার আজ জাতিকে অক্টোপাসের মত গ্রাস করেছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের লেবাস পরে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড শাসকগোষ্ঠীর জন্য ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনতে বাধ্য।

অপর এক বিবৃতিতে ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সরকারের এই বর্বর কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। গণতন্ত্র হত্যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। এক দফা আন্দোলনের মাধ্যমে দুঃশাসনের পতন ঘটিয়ে এসব অপকর্মের বিচার করা হবে।